ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বাজেট সংক্রান্ত বিশেষ বোর্ডসভার কার্যবিবরণী

তারিখ	ঃ	০১ জুলাই, ২০১৫
সময়	ঃ	বেলা ০১-০০ টা
স্থান	ঃ	সভাকক্ষ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
সভাপতি	ঃ	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নুরুল মোমেন খান, এনডিসি, পিএসসি প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

সভায় উপস্থিত ও অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট- ' ক '- এ উপস্থাপন করা হলো।

সভার শুরুতেই সভাপতি কর্তৃক ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২০১৪-২০১৫ আর্থিক সালের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সালের প্রস্তাবিত বাজেট সংক্রান্ত বিশেষ সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানানো হয়। এ পর্যায়ে সভাপতি জানতে চান যে, ৩০ জুন এর পর বাজেট সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে কোন আইনগত বাধা আছে কি না, জবাবে ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার জানান যে অতীতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বাজেট সভা ৩০ জুনের পরও অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে কোন আইনগত জটিলতা নাই বলে সবাইকে অবহিত করেন।

অতঃপর সভাপতি অদ্যকার সভার দুটি আলোচ্যসূচীর সাথে ক্রমিক নং-৩ হিসাবে নিম্নবর্ণিত আলোচ্যসূচী অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব দেন এবং সকল সদস্যগণ এ বিষয়ে সম্যক সমর্থন প্রদান করেন।

৩। বর্তমান ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, মোঃ রেজাউল ইসলাম, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা সেনানিবাস এর বিরুদ্ধে কতিপয় দূর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং গুরুতর পেশাগত অসদাচরণ সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ।

আলোচ্যসূচী-১ঃ ২০১৪-২০১৫ আর্থিক সালের সংশোধিত বাজেট অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনার শুরুতেই সভাপতি জানান যে, গত ০১ জুন, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-৬ ও ৭ এর মাধ্যমে বাজেট সংক্রান্ত বিষয়ে আলাদা একটি সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হলেও ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার স্বল্পতম সময়ের নোটিশে বাজেট সংক্রান্ত সভা আহবান করায় সকল বিষয়ে সঠিকভাবে অবহিত হওয়া সম্ভবপর হয়নি। তাই আগামী ১২ জুলাই, ২০১৫ তারিখ সকাল ১০-০০ ঘটিকায় সাধারণ মাসিক বোর্ডসভার সাথে বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে সিইও কর্তৃক সময়মত সভার আয়োজন না করায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বোর্ডের সদস্যবৃন্দকে সংশোধিত বাজেটসহ প্রস্তাবিত বাজেটের কপি সরবরাহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী--২ঃ ২০১৪-২০১৫ আর্থিক সালের সংশোধিত বাজেট অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ আলোচ্যসূচী-১ এর অনুরুপ সিদ্ধান্ত।

আলোচ্যসূচী-৩ঃ বর্তমান ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, মোঃ রেজাউল ইসলাম, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা সেনানিবাসের বিরুদ্ধে উথাপিত কতিপয় দূর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং গুরুতর পেশাগত অসদাচরণের অভিযোগ সমন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনার শুরুতে সভাপতি জানান যে, দীর্ঘদিন যাবত সিইও মোঃ রেজাউল ইসলাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিদ্ধান্ত অমান্য করে বোর্ড মিটিং-এ গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকাসহ বোর্ডের বিভিন্ন কাজে বাধা সৃষ্টি করে চলেছেন। তাছাড়াও তার বিরুদ্ধে দুদক কর্তৃক দূর্নীতি, সজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার সমন্ধে তদন্ত অনুসন্ধান চলছে এবং দুদক ফাইল পত্র তলব করেছে। সভাপতি আরো জানান ক্যান্টনমেন্ট এক্ট ১৯২৪ অধ্যায় ।।। উপধারা ১২(৩) ও ২৪-এ উল্লেখিত এক্সিকিউটিভ অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্ট হলেও তার কার্যকলাপ উক্ত আইনের লংঘন এবং পরিপন্থী। এমতাবস্থায় তার সমন্ধে সাভূসে অধিদপ্তর অবহিত আছে। কতিপয় অভিযোগ সাভূসে অধিদপ্তর কে লিখিতভাবে জানানো হলেও সিইও রেজাউল ইসলাম একের পর এক আদেশ অমান্য করাসহ বোর্ড মিটিং এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করে চলেছেন। সিইও মোঃ রেজাউল ইসলামের বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ নিম্নরুপঃ

(১) যেহেতু তিনি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ০৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের পরিচালনা কমিটির ১৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী সভার পূর্ব পর্যন্ত (১২ মে ২০১৫) প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন;

(২) যেহেতু তিনি ১৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাসপাতাল এর পরিচালনা ও ম্যানেজমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করে চরম অবহেলা, অবাধ্যতা ও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন;

(৩) যেহেতু তিনি সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাসপাতাল এর ১২ মে ২০১৫ ইং এর নির্ধারিত দ্বিতীয় মাসিক সভার আয়োজন করা থেকে বিরত থাকেন এবং সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(৪) যেহেতু তিনি দীর্ঘ একবছরেও (২৫ জুন ২০১৪ তারিখের বোর্ড সভার আলোচ্য সূচি ২৭) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০২টি ড্রাম ট্রাক ক্রয়ের প্রক্রিয়া সমাপ্ত না করে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ এবং অপসারণ কাজে বাধা সৃষ্টি করেছেন (ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সভার কার্যবিবরণী তারিখ ০৮ মার্চ ২০১৫ আলোচ্য সূচী -৮) ;

(৫) যেহেতু তিনি ০১ জুন ২০১৫ ইং সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের আলোকে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত মিটিং জুন ২০১৫ মাসের মধ্যে আয়োজন করেন নাই;

(৬) যেহেতু তিনি বিমান বাহিনী প্রধানের বাংলো সংলগ্ন ১নং বাড়ীর নির্মাণ কাজ সমন্ধে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের চিঠির জবাব না দিয়ে দীর্ঘ ০৪ মাস (ডিএমএলএন্ডসি পত্র নং ৬/এমএলএন্ডসি/এমইইউ/৭১৭/শা-৩/১৮ তারিখ ০৫ মার্চ ২০১৫) যাবত ফাইল বন্দী রেখে আন্তঃ বাহিনী কোন্দল সৃষ্টি করেছেন;

(৭) সেহেতু তিনি ক্যান্টনমেন্ট এক্ট-২২ (বি) উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রেসিডেন্ট ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ১৪ মে ২০১৫ ইং তারিখের লিখিত পত্রের নির্দেশনা অমান্য করে অসৎ উদ্দেশ্যে আর্থিকভাবে লাভবান হবার জন্য বোর্ড ফান্ডের টাকা নিজ উদ্যোগে ঠিকাদারকে পরিশোধ করেন;

(৮) যেহেতু তাহার বিরুদ্ধে অন্যান্য দূর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার সমন্ধে অজস্র অভিযোগ দূর্নীতি দমন কমিশনে তদন্তাধীন। যার দূর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয় স্বারক নং-১৪২৪৮তারিখ ১৯ মে ২০১৫ এবং দূর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয় নথি নং- দুদক/অনু ও তদন্ত-১/ অনু-৮২/ঢাকা/২০১৫/১৩৩৪৪ তারিখ ১০ মে ২০১৫;

(৯) যেহেতু তিনি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে ডাইরেক্টরেট এবং মন্ত্রনালয়ের সাথে অপ্রয়োজনীয় পত্রালাপ করেন (ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পত্র নং ঢাক্যাবো/এমএস/ ১১৬/১৮ তারিখ ৩১ মে ২০১৫);

(১০) যেহেতু তিনি আইনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়া সর্বদা কাজের বিঘ্ন ঘটান এবং তিনি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অনীহা, শৈথিল্য এবং বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করেন;

(১১) যেহেতু তিনি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্পত্তি রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের (কচুক্ষেত বাজারের) জায়গায় ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে অবৈধ দখলদারদের নিকট থেকে পুনঃদখল করতে ব্যর্থ হন এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ০৬ মে ২০১৫ ইং তারিখের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করেন;

(১২) যেহেতু তিনি ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকায় ৫নং রোড সংলগ্ন ক্যান্টমেন্ট বোর্ডের জায়গায় অপদখলীয় জমি/স্থাপনা অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কার্যক্রম গত ৩ মাসেও গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন (ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সভার কার্যবিবরণী তারিখ ০৮ মার্চ ২০১৫ আলোচ্য সূচী ১২) ;

(১৩) যেহেতু তিনি ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকায় ৬/এ নং রোডের প্লট নং ৬৭এ প্লট ইজারা সংক্রান্ত তথ্যাদি ও অন্যান্য নথিপত্র বোর্ডের নিকট উপস্থাপন এবং লিজ প্রদানের যথার্থতা প্রমান করতে ব্যর্থ হন। (ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সভার কার্যবিবরণী তারিখ ০৮ মার্চ ২০১৫ আলোচ্য সূচী -২৬ বিবিধ১০) ;

(১৪) যেহেতু তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকারীভাবে প্রাপ্ত একটি গাড়ী ছাড়াও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের একটি গাড়ী তার স্ত্রীর ব্যক্তিগত কাজে সার্বক্ষনিক ব্যবহার করেন এবং হাসপাতালের অপর একটি এ্যাম্বুলেন্স তার পিতা-মাতার ডিওএইচএস এর বাসায় পারিবারিক কাজে সার্বক্ষনিক ব্যবহার করে সরকারী অর্থ ও সম্পদের অপচয় করেন;

(১৫) যেহেতু তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নীতিমালা ভঙ্গ করে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ৮জন স্টাফ নিজের বাসায় গৃহপরিচর্যার কাজে এবং ব্যক্তিগত ৫টি গরু লালন পালন করে সরকারী বাসস্থান ও অফিস আঙ্গিনার পরিবেশ নষ্ট করেন;

(১৬) যেহেতু তিনি মুসলিম মডার্ণ একাডেমী এবং মানিকদী আদর্শ বিদ্যানিকেতনের যথাক্রমে একজন শিক্ষক ও একজন প্রহরীর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে একাধিকবার ছাত্রীদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ পাওয়া সত্বেও এখনও কার্যকরী ব্যবস্থা নেন নাই এবং সভাপতিকে অবহিত করেন নাই;

(১৭) যেহেতু তিনি অস্বচ্ছ পন্থায় বোর্ড সভাপতিকে না জানিয়ে হাসপাতালের চাহিদা ব্যতীত সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের জন্য এককালীন ৫৩, ০০,০০০.০০ (তিপ্পান্ন লক্ষ) টাকার রিএজেন্ট ক্রয়ের জন্য ডাইরেক্টরেট এর সাথে পত্রালাপ করেন এবং অদ্যাবধি পত্রালাপের কারণ ও ফলাফল বোর্ড কে অবহিত করেন নাই এবং তদপরিবর্তে বোর্ড মাত্র ১,৫০,০০০.০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা রিএজেন্ট ক্রয়ের অনুমতি দেন এবং তাদ্বারাই বর্তমানে ল্যাব কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

উপরোল্লিখিত অভিযোগসমূহ উত্থাপন করে সভাপতি জানান যে, সিইও'র এসব কর্মকান্ড ক্যান্টনমেন্ট এক্ট ১৯২৪ উপধারা ১২(৩) ও উপধারা ২৪ এর সুস্পষ্ট লংঘন। এমতাবস্থায় তাহা প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়কে অবহিত করার জন্য বোর্ডসদস্যদের সম্মতি চান।

এ পর্যায়ে বোর্ডের সম্মানিত সদস্য কর্ণেল মোস্তাফিজুর রহমান, সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস জানান যে, অভিযোগের বিষয়ে প্রথমে সিইও'র বক্তব্য গ্রহণ করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। এছাড়াও তিনি সরাসরি মন্ত্রনালয়ে পত্র প্রেরণ না করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রেরণ করার পক্ষে মত দেন। সিইও মোঃ রেজাউল ইসলামও একই মত পোষণ করেন। তার এ বক্তব্যের পর সভাপতি জানান যে, পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে অবহিত করা যেতে পারে। সভাপতি আরো বলেন সিইও'র বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ অধিকাংশই দালিলিক এবং সময় সময় মৌখিক ও লিখিতভাবে ডিএমএলএন্ডসি কে অবহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে তাহার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় কর্তৃক ব্যবস্থা গৃহীত হবে। পঠিত অভিযোগ সমন্ধে অদ্যকার সভায় সিইও মোঃ রেজাউল ইসলাম তার বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন।

তাছাড়াও সভার সম্মানিত সদস্য কর্ণেল (অবঃ) মোঃ শহীদুল হক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জানান যে, সিইও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অদ্যাবধি অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করেননি। তিনি আরো বলেন যে কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়ে এখতিয়ার অত্র বোর্ডের রয়েছে। তিনি ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসারের গরু পালন সম্পর্কে বলেন যে, তিনি চাকরীরত অবস্থায় অনেক সিনিয়র অফিসারকে গরু পালন করতে দেখেছেন এবং এ বিষয়ে তাদেরকে যথেষ্ট খেশারতও দিতে হয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়

অবৈধভাবে গরু-ছাগল চড়ানো বন্ধ করার জন্য ক্যান্টবোর্ড আইন অমান্যকারীদের গরু-ছাগল জব্দ করে খোয়াড়ে প্রেরণসহ জরিমানা করার নিয়ম রয়েছে। এমতাবস্থায় সিইও কর্তৃক গরু-ছাগল অফিস এলাকায় লালন পালন অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

সভাপতি বলেন, উল্লেখিত অভিযোগসমূহ দ্বারা বর্তমান সিইও মোঃ রেজাউল ইসলাম এর কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা, কর্তব্যে অবহেলা ও অবাধ্যতা সেনানিবাসের ন্যায় সুশৃংখল পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরুপ ও বিপদজনক বলে সভার সকল সদস্যগণ একমত পোষণ করে গভীর অসন্তোস প্রকাশ করেন। সিইও এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে সিইও মোঃ রেজাউল ইসলামকে তার বক্তব্য এবং অভিযোগের প্রেক্ষিতে জবাব দিতে সুযোগ দেয়া হলেও তিনি কোন অভিযোগ অস্বীকার করেন নাই। বরং বিষয়টি আইনগত এবং রেফারেন্স প্রয়োজন রয়েছে উল্লেখ করে সিইও বক্তব্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। ডিএমএলসি আলোচ্য অভিযোগসমূহ সমন্ধে অবহিত থাকলেও অদ্যাবধি কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। যেহেতু মোঃ রেজাউল ইসলাম, সিইও কে ইতিমধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পত্র নং ০৫.০০.০০০.১৩১.১৯. ০০১.১৫-৬১২ তারিখ ২৪ জুন ২০১৫ এর এর মাধ্যমে বদলীর আদেশ দেয়া হয়েছে, সেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। পরিশেষে এ ব্যাপারে বোর্ডের সকল সম্মানিত সদস্য সর্বসম্মতিক্রমে বিষয়টি সচিব প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় এবং সচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়কে অবহিত করার জন্য বোর্ডের সভাপতিকে ক্ষমতা অর্পন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অন্য কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সংযুক্তঃ পরিশিষ্ট-ক।

৯/৭/২০১৫

(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নুরুল মোমেন খান, এনডিসি, পিএসসি)
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
স্টেশন কমান্ডার
ঢাকা সেনানিবাস।

(মোঃ রেজাউল ইসলাম)
উপসচিব
সেক্রেটারী, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা সেনানিবাস।

পরিশিষ্ট 'ক'

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

(১)	ক্যাপ্টেন মোস্তাক আহমেদ (জি), পিএসসি, বিএন অধিনায়ক, বা নৌ জা হাজী মহসিন, ঢাকা সেনানিবাস ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(২)	গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ মঞ্জুর কবীর ভূইয়া, এএফডব্লিউসি, পিএসসি অধিনায়ক, বিএএফ বেস বাশার, ঢাকা সেনানিবাস ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(৩)	কর্ণেল মোস্তাফিজুর রহমান সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(৪)	মেজর মোঃ মুর্শেদুর রহমান ইসহাক স্টেশন হেলথ অফিসার প্রতিনিধি, কমান্ড্যান্ট, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাস ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(৫)	কর্ণেল (অবঃ) মোঃ শহীদুল হক বাসা#৪৪৯/২, রোড#৮ (পশ্চিম), ডিওএইচএস বারিধারা, ঢাকা সেনানিবাস ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(৬)	জনাব হেলাল উদ্দিন আহ্‌মেদ বাড়ী#১৯, রোড#৩, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(৭)	জনাব মোঃ মাহবুব জামিল সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়, ঢাকা ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	অনুপস্থিত